Sanskrit Sem II (CBCS) Paper: SAN-204

A. i) Vedic-Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanisada, Vedanga.

১. বেদশব্দস্য কঃ অর্থঃ? বেদস্য কতি ভেদাঃ সন্তি? (বেদশব্দের অর্থ কী? বেদের কতগুলি ভাগ আছে?)

জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয়ে বেদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয় । নিত্য অপৌরুষেয় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাশি হল বেদ। বেদ ঈশ্বরের দ্বারাও সৃষ্ট হয়নি। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্বকল্পের বেদকে স্মরণ করেন মাত্র। বেদের মন্ত্রগুলির অর্থ বা বিষয়গত বৈচিত্র অনুসারে বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদমন্ত্রগুলির পাঠভেদ অনুসারে এক অখণ্ড বেদকে বেদব্যাস চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, সেগুলি হল - ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব।

২. বৈদিকানাং পণ্ডিতানাং মতে বেদঃ কঃ? (বৈদিক পণ্ডিতদের মতে বেদ কী)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বার যে জ্ঞানলাভ করার কোনও উপায় নেই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হল বেদ। মনুর মতে - "বেদোঽখিলধর্মমূলম্", অর্থাত্ সমস্ত ধর্মের মূল হল বেদ। আপস্তম্ব ও কাত্যায়নের মতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগকেই বেদ বলা হয় - "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"। বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও এই মতকে অনুসরণ করে বলেছেন - "মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক-শব্দরাশির্বেদঃ"।

৩. বেদমন্ত্রাণাং প্রযোগার্থং কে বিষযাঃ অবশ্যং জ্ঞাতব্যাঃ? (বেদমন্ত্রগুলির প্রয়োগের জন্য কোন বিষয়গুলি অবশ্যই জানতে হবে?)

বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রয়োগের জন্য মন্ত্রগুলির ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ – এই চারটি বিষয় অবশ্যই জানতে হবে। ঋষি শব্দের অর্থ হল মন্ত্রদ্রষ্টা। তাই বলা হয়েছে - "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ"। ঋষিরা কিন্তু মন্ত্রের কর্তা নয়। বেদে সাতটি প্রধান ছন্দঃ আছে - গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী, পঙ্ক্তি ও উষ্ণিক্। ছন্দগুলি মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রে যে বিষয়ের স্তুতি বা নিন্দা আছে তা হল মন্ত্রের দেবতা। আর মন্ত্রগুলি কোন কর্মে প্রয়োগ করা হবে তা হল মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ। অর্থাত্ কর্মের সঙ্গে মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ হল বিনিয়োগ।

৪. ত্রযীশব্দস্য কোঽর্থঃ? অথর্ববেদঃ ত্রয্যামন্তর্ভবতি ন বা? (ত্রয়ীশব্দের অর্থ কী? অথর্ববেদ ত্রয়ীর অন্তর্গত কিনা?)

বেদের অপর নাম হল ত্রয়ী। অনেক পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদকেই ত্রয়ী বলা হয়। অথর্ববেদকে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু অনেকের মতে অথর্ববেদকেও ত্রয়ীর মধ্যেই ধরা হয়। কারণ , তাদের মতে ত্রয়ী বলতে তিন ধরণের মন্ত্রকে বোঝায়, তিনটি বেদকে বোঝায় না। পদ্যাত্মক ঋক্, গীতাত্মক সাম ও অবশিষ্ট গদ্যাত্মক যজুঃ-কেই ত্রয়ী বলা হয়। সুতরাং অথর্ববেদেও পদ্যাত্মক ঋক্ থাকায় তা ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত।

৫. সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাং সংক্ষেপেণ পরিচযঃ দীযতাম্। (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সংক্ষেপে পরিচয় দাও)

সংহিতা- সংহিতা বেদের সবথেকে প্রাচীন অংশ। এখানে প্রধানতঃ বিভিন্ন দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণভাগে বিভিন্ন যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সংহিতা ভাগের মন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডের কোথায় প্রযুক্ত হবে তাও ব্রাহ্মণ অংশে উল্লিখিত আছে।

আরণ্যক – বৈদিক মন্ত্রগুলির দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রভৃতি এখানে আলোচিত হয়েছে। অর্থাত্ বেদের দার্শনিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত আরণ্যকে উপলব্ধ হয়। এই চিন্তাধারাই পরিপূর্ণতা লাভ করে উপনিষদ অংশে।

উপনিষদ- ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্বই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভিন্ন রূপক বা গল্পের আকারে, বা প্রশ্নোত্তর সহযোগে আত্মতত্ত্ব এখানে উপদিষ্ট হয়েছে।

৬. ऋग्वेदसंहितायाः संक्षेपेण परिचयः दीयताम्। (সংক্ষেপে ঋগ্বেদসংহিতার পরিচয় দাও)

দুটি ক্রমে ঋগ্বেদের পাঠ পাওয়া যায় - ১) মণ্ডল-অনুবাক-সূক্ত-মন্ত্র ২) অষ্টক-অধ্যায়-বর্গ-সূক্ত-মন্ত্র। মণ্ডলক্রমে - ১০টী মণ্ডল, ৮৫ টি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত ও ১০৪৭২ টি মন্ত্র। অষ্টকক্রমে ৮টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায়, ২০০৬ টি বর্গ, ১০১৭টি সূক্ত ও ১০৪৭২ টি মন্ত্র। বর্তমানে শাকল ও বাস্কল – ঋগ্বেদের এই দুটি শাখা পাওয়া যায়। শাকল শাখা মতে ১০১৭ টি সূক্ত , আর বাস্কল শাখার মতে ১০২৮ টি সূক্ত। বাস্কল শাখার অতিরিক্ত ১১টি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে যে সকল সূক্ত পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হল - অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, সবিতা, পূষা প্রভৃতি দেবতাবিষয়ক সূক্ত, অক্ষ, বৃষ্টি প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ, নাসদীয় প্রভৃতি দার্শনিক সূক্ত, এবং যম-যমী সংবাদ, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ প্রভৃতি সংবাদ সূক্ত।

৩. वेदस्य कालविषये पण्डितानां मतानि आलोच्यन्ताम्। (বেদের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা কর)

১) ম্যাক্সমূলর এর মতে -১০০০-৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হল বৈদিক সংহিতার সংকলন কাল। এবং ৮০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হল ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সংকলন কাল।

২) ম্যাকডোনল এর মতে - ১৩০০ বা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হল ঋগ্বেদের রচনাকাল।

৩) জার্মান পণ্ডিত ভিণ্টারনিৎস এর মতে - ২০০০ বা ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও পূর্বে বেদ রচিত হয়। এবং ৭৫০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৪) লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২৫০০-৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের সংকলন কাল বলে নির্ণয় করেছেন।

৫) জার্মান অধ্যাপক জ্যাকোবি বেদে উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার করে ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে বৈদিক সংহিতার সংকলন কালরূপে চিহ্নিত করেছেন।

৮. ऋग्वेदसंहितायाः सूक्तानां संक्षेपेण परिचयः दीयताम्। (ঋগ্বেদসংহিতার সূক্তসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও)

১) দেবতাবিষয়ক সূক্ত -ঋগ্বেদসংহিতায় অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, সবিতা, পূষা, মরুত্, বৃহস্পতি, সরস্বতী, সোম, রুদ্র, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতিবিষয়ক সূক্ত সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

২) ধর্মনিরপেক্ষসূক্ত - অক্ষসূক্ত, বৃষ্টিসূক্ত, ভেকসূক্ত, বিবাহসূক্ত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নারাংশী ও দানস্তুতি -ও উল্লেখযোগ্য। এখানে কোন দেবতা বিষয়ক বা ধর্মসম্পর্কিত আলোচন করা হয়নি। এখানে সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা স্থান পেয়েছে।

৩) দার্শনিক সূক্ত - হিরণ্যগর্ভসূক্ত, পুরুষসূক্ত, নাসদীয়সূক্ত, বাক্-সূক্ত, রাত্রিসূক্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সূক্তগুলিতে সৃষ্টিবিষয় দার্শনিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

৪) সংবাদসূক্ত- সংবাদ শব্দের অর্থ হল কথোপকথন। এক্ষেত্রে যম-যমী সংবাদ, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদ, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী-বৃষাকপি সংবাদ, সরমা-পণি সংবাদ - উল্লেখযোগ্য।

৯. ऋग्वेदस्य ब्राह्मणानां परिचयः दीयताम्। (ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের পরিচয় দাও)

ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ বর্তমানে পাওয়া যায়- ১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ২) কৌষীতকি অথবা সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ। ইতরার পুত্র মহীদাস ও ঋষি কৌষিতক এই দুটি ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ চল্লিশটি অধ্যায়ে এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অগ্নিষ্টোম , জ্যোতিষ্টোম, গবাময়ন, সোমযাগ, রাজসূয়যাগের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণেরই ৩৩-তম অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেপ-বৈশ্বামিত্রের প্রসিদ্ধ আখ্যান পাওয়া যায়। যেখানে - চরৈবেতি-র কথা বলা হয়েছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে অন্নযাগ, দর্শপূর্ণমাসযাগ, ও সোমযাগের বর্ণনা আছে।

১০. ऋग्वेदस्य आरण्यकानाम् उपनिषदां च परिचयः दीयताम्। (ঋগ্বেদের আরণ্যক ও উপনিষদের পরিচয় দাও)

ঋগ্বেদের দুটি আরণ্যক বর্তমানে পাওয়া যায়- ঐতরেয় ও কৌষীতকি বা সাংখ্যায়ন আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যক হল ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট। এই আরণ্যক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এই আরণ্যকের তৃতীয় ভাগের ৪-৬ অধ্যায়ই হল ঐতরেয়োপনিষদ। কৌষীতকি আরণ্যক কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই আরণ্যক পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কৌষীতকি আরণ্যকেরই অন্তর্গত হল কৌষীতকি উপনিষদ।

११. सामवेदसंहितायाः सामान्यः परिचयः दीयताम्। (সামবেদ সংহিতার সামান্য পরিচয় দাও)

সামবেদ সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা ১৮১০। তার মধ্যে ৭৫ টি মন্ত্র ছাড়া সমস্ত মন্ত্রগুলিই ঋগ্বেদ সংহিতাতে পাওয়া যায়। সামবেদের সহস্র শাখা ছিল বলে জানা যায় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। কিন্তু বর্তমানে তিনটি শাখা পাওয়া যায় - রাণায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয়। এর মধ্যে কৌথুমী শাখা বর্তমানে অতি প্রসিদ্ধ। এই শাখামতে সামবেদ সংহিতা দুটি খণ্ডে বিভক্ত - আর্চিক বা পূর্বার্চিক এবং উত্তরার্চিক। এক একটি আর্চিক ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতিটি প্রপাঠক আবার দশতি নামক খণ্ডে বিভক্ত। দশটি মন্ত্রের সমূহকে সাধারণতঃ দশতি বলা হয়।

१२. सामवेदस्य कति ब्राह्मणानि, कानि च तानि? (সামবেদের কতগুলি ব্রাহ্মণ আছে, সেগুলি কী কী)

সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণ বর্তমানে পাওয়া যায়- ১) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২) ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ৩) ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ ৪) জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ বা তলবকার ব্রাহ্মণ ৫) সামবিধান ব্রাহ্মণ ৬) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ ৭) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ও ৮) বংশ ব্রাহ্মণ।

१३. ऋक्, साम, यजुः इत्येतेषां कः अर्थः? (ঋক্, সাম ও যজু এগুলির অর্থ কী)

পূর্বমীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি ঋক্, সাম ও যজুর লক্ষণ করেছেন - 'তেষাম্ ঋক্ যত্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা' , 'গীতিষু সামাখ্যা' এবং 'শেষে যজুঃশব্দঃ' । যেখানে অর্থানুসারে পাদব্যবস্থা অর্থাত্ পদ্যের আকারে স্থিতি সেই মন্ত্ররাজিকে ঋক্ বলা হয়। এই ঋক্ মন্ত্রসকলের মধ্যে যে মন্ত্রগুলি গান করা যায় অর্থাত্ গীতিযুক্ত সেগুলিকে সাম বলা হয়। আর ঋক্ ও সাম লক্ষণযুক্ত মন্ত্ররাজি ছাড়া যে সকল মন্ত্র আছে সেই অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহকে "যজুঃ" সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয়রূপ মন্ত্র দেখা যায়।

১৪. প্রসিদ্ধানাং দশানাম্ উপনিষদাং নামানি লিখত। (প্রসিদ্ধ দশটি উপনিষদের নাম লেখ)

ঋগ্বেদের উপনিষদ্ - ঐতরেয় উপনিষদ্, (কৌষীতকি উপনিষদ্)।

সামবেদের উপনিষদ্ - কেন উপনিষদ্, ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

শুক্লযজুর্বেদের উপনিষদ্ - বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ঈশোপনিষদ্।

কৃষ্ণযজুর্বেদের উপনিষদ্ - তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, কঠ উপনিষদ্, (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)।

অথর্ববেদের উপনিষদ্ - প্রশ্ন উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, মাণ্ডূক্য উপনিষদ্।

১৫. যজুর্বেদসংহিতায়াঃ সমাসেন পরিচয়ঃ প্রদীয়তাম্। (সংক্ষেপে যজুর্বেদসংহিতার পরিচয় দাও)

যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত – শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়িসংহিতা এবং কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদের পূর্ববতী। কৃষ্ণযজুর্বেদ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড আবার কয়েকটি প্রপাঠক বা প্রশ্নে বিভক্ত। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায় আছে। এখানে দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার চল্লিশতম অধ্যায়টি হল ঈশোপনিষদ্। শুক্লযজুর্বেদের আবার দুটি শাখা আছে - কাণ্বশাখা ও মাধ্যন্দিন শাখা।

১৬. যজুর্বেদস্য শুক্লত্বে কৃষ্ণত্বে চ কিং কারণম্? (শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ নামকরণ কেন হয়েছে)

যজুর্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুটি নামের কারণ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে প্রসিদ্ধ মতদুটি হল - কৃষ্ণযজুর্বেদে যজুর্বেদীয় পুরোহিত অধ্বর্যু এবং ঋগ্বেদীয় পুরোহিত হোতার কর্তব্য একত্রে বলা হয়েছ , এইজন্য অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয়। বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বলে একে কৃষ্ণ বলা হয়। শুক্লযজুর্বেদে কেবল অধ্বর্যুর কর্তব্যের উল্লেখ আছে, তাই বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই বোধসৌকর্য্য ও নিজের শুদ্ধত্ব বজায় রাখার জন্য এর নাম শুক্ল। আবার অনেকের মতে বমন -রূপে থাকা বেদকে ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন বলে তৈত্তিরীয়সংহিতাকে কৃষ্ণ বলা হয় , অপরপক্ষে সূর্যের কাছ থেকে বেদবিদ্যা লাভ করার কারণে বাজসনেয়ী সংহিতাকে শুক্ল বলা হয়।

১৭. শতপথব্রাহ্মণস্য সংক্ষেপেণ পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (শতপথ ব্রাহ্মণের পরিচয় দাও)

শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত হল শতপথব্রাহ্মণ। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই এই ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। কাণ্বশাখাতে এই ব্রাহ্মণের একশ চারটি অধ্যায় আছে, আর মাধ্যন্দিন শাখার শতপথব্রাহ্মণে একশটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটি ১৪টি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম চারটি কাণ্ডে দর্শ -পূর্ণমাস যাগ, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য যাগ, সোমযাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম কাণ্ডে আছে রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা। ষষ্ঠ থেকে দশম কাণ্ড অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নিরহস্যের

আলোচনায় সমৃদ্ধ। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ কাণ্ডে পশুযাগ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। চতুর্দশ কাণ্ডের কিছু অংশ আরণ্যক ও কিছু অংশ উপনিষদ। শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপনিষদ অংশটির নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

১৮. প্রত্যেকং বেদানাম্ ঋত্বিজাং নামানি লিখত। (প্রতিটি বেদের পুরোহিত বা ঋত্বিগ্-দের নাম লেখ।)

ঋগ্বেদের পুরোহিত হলেন- হোতা, সামবেদের – উদ্গাতা, যজুর্বেদের অধ্বর্যু। যিনি চারটি বেদই জানেন এবং কোন যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণভাবে জেনে সেই যজ্ঞকর্ম দ্রষ্টার মতো দেখেন তিনি হলেন ব্রহ্মা। তিনি যজ্ঞের কর্মে অংশগ্রহণ করেন না, কিন্তু কোন যজ্ঞে কি কি দোষ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যজ্ঞের শেষে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

১৯. চত্বারি মহাবাক্যানি কানি? তানি কস্য বেদস্য কস্যাম্ উপনিষদি প্রাপ্যন্তে ? (চারটি মহাবাক্য লেখ। মহাবাক্যগুলি কোন বেদের কোন উপনিষদ্ থেকে নেওয়া হয়েছে?)

ঋগ্বেদের মহাবাক্য হল - "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" - ঐতরেয় উপনিষদ্ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সামবেদের মহাবাক্য হল - "তত্ত্বমসি" - ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে নেওয়া হয়েছে।

যজুর্বেদের মহাবাক্য হল - "অহং ব্রহ্মাস্মি" - বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অথর্ববেদের মহাবাক্য হল - "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" - মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২০. ব্যাসেন যে চত্বারঃ শিষ্যাঃ চতুর্ণাং বেদানাং ধারণায় উপদিষ্টাঃ তে কে ? (ব্যাসদেব যে চারজন শিষ্যকে চারটি বেদ ধারণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন তাদের নাম কি)

ঋগ্বেদ দিয়েছিলন - পৈল নামক শিষ্যকে। সামবেদ দিয়েছিলেন – জৈমিনি নামক শিষ্যকে। যজুর্বেদ দিয়েছিলেন বৈশম্পায়ন নামক শিষ্যকে। এবং অথর্ববেদ দিয়েছিলেন সুমন্তু নামক শিষ্যকে।

২১. অথর্ববেদসংহিতায়াঃ সংক্ষেপেণ পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (অথর্ববেদ সংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।)

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বাঙ্গিরস। এই বেদে ২০ টি কাণ্ড আছে। প্রতিটি কাণ্ড ক্রমে প্রপাঠক, অনুবাক, সূক্ত ও মন্ত্রে বিভক্ত। অথর্ববেদ সংহিতাতে মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে। এই বেদের অধিকাংশ মন্ত্র পদ্যাত্মক, তবে অল্প কিছু গদ্যাত্মক মন্ত্রও পাওয়া যায়। এই বেদে বাস্তবিক জীবন সংক্রান্ত সূক্ত অনেক বেশি সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। এখানে ভৈষজ্য মন্ত্র , পিশাচাদির প্রভাব নিবারণমূলক মন্ত্র, আয়ুষ্য মন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র, অশান্তি নিরোধক মন্ত্র, কামনাপূর্তির মন্ত্র, অভিচার মন্ত্র, সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক মন্ত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। অথর্ববেদ সংহিতার দুটি শাখা বর্তমানে পাওয়া যায় – শৌনকীয় এবং পৈপলাদ শাখা।

২২. উপনিষচ্ছব্দস্য কঃ অর্থঃ? (উপনিষদ্-শব্দের অর্থ কী)

উপ-পূর্বক নি-পূর্বক সদ্-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয়ে উপনিষদ্ এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সদ্ ধাতুর একটি অর্থ হল নাশ করা। ম্যাক্সমূলর এর মতে গুরুর কাছে বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করার নাম উপনিষদ। ডয়সন -এর মতে উপনিষদ শব্দের অর্থ হল রহস্য। আচার্য শঙ্করের মতে উপ -উপসর্গের অর্থ হল ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য উপস্থিত হওয়া; নি-উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়ের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হওয়া ; আর সদ্- ধাতুর অর্থ

অনর্থের বিনাশ। সুতরাং তাঁর মতে ব্রহ্মবিদ্যালিপ্সু ব্যক্তিদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপ যাবতীয় সাংসারিক অনর্থ বিনষ্ট হয় এবং অনর্থের মূল কারণ অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত হয় বলে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক শাস্ত্রকে বলা হয় উপনিষদ।

২৩. উপনিষদি মূলপ্রতিপাদ্যাঃ বিষয়াঃ কে? (উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী কী)

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষই হল উপনিষদের মূল বিষয়বস্তু। সেই মোক্ষ বা মুক্তি আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে জানলেই সম্ভব হয়। তাই উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব। যাকে জানলে সমস্ত কিছুকে জানা যায়, যাকে পেলে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে সহস্র কোটি গুণ বেশি আনন্দ পাওয়া যায়, যাকে লাভ করলে দুঃখ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয় - সে হল আমাদের নিজের স্বরূপ, আত্মা। কিন্তু সংসাররূপ-অবিদ্যার মোহজালে পড়ে নিজেদের স্বরূপকে আমরা ভুলে রয়েছি। অবিদ্যার এই মোহজাল কাটিয়ে সূক্ষ্ম সেই আত্মতত্ত্বকে লাভ করার উপায়ই উপনিষদের মন্ত্রে মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২৪. ঐতরেয়োপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে ঐতরেয় উপনিষদের পরিচয় দাও)

প্রসিদ্ধ উপনিষদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদের একমাত্র উপনিষদ হল ঐতরেয় উপনিষদ। ইতরার পুত্র ঐতরেয় মহীদাস এই উপনিষদের দ্রষ্টা, সেই কারণেই এর নাম ঐরতেয় উপনিষদ। সমগ্র উপনিষদটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তিনটি খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে একটি করে খণ্ড আছে। উপনিষদটির সমস্ত মন্ত্রই গদ্যরূপ। প্রথম অধ্যায়ে পরমাত্মা থেকে প্রপঞ্চের সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। এক পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন ; তাঁর মধ্যে বহু হওয়ার ইচ্ছা জাগল; তখন তিনি বিভিন্ন শরীর নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি সৃষ্ট শরীরের মধ্য প্রবেশ করলেন - "তত্ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশত্"। এখানেই ঋগ্বেদীয় মহাবাক্য - "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" আছে।

২৫. ঈশোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে ঈশোপনিষদের পরিচয় দাও)

ঈশোপনিষদ হল শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় পঠিত উপনিষদ্। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই এই উপনিষদ পাওয়া যায়। কাণ্ব শাখা অনুসারে এই উপনিষদে মোট ১৮ টি মন্ত্র আছে। বর্তমানে কাণ্ব শাখা অনুসারেই এই উপনিষদের পাঠ প্রচলিত। এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে - "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত্"। এই উপনিষদে অনেক বিরুদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে। এখানে বিদ্যা -অবিদ্যা, সম্ভূতি-অসম্ভূতি প্রভৃতি উপাসনার কথা বলা হয়েছে।

২৬. কেনোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে কেন উপনিষদের পরিচয় দাও)

কেনোপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত। এই উপনিষদ তলবকার উপনিষদ নামেও প্রসিদ্ধ। "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এই উপনিষদের সূত্রপাত। এই উপনিষদ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। এতে মোট ৩৫টি মন্ত্র আছে। শিষ্য ও আচার্যের প্রশ্নোত্তর দ্বারা প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচটি মন্ত্রে আলোচিত হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান। তৃতীয় খণ্ডে যক্ষের আখ্যায়িকার মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের নয়টি মন্ত্রে আখ্যায়িকার তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে।

২৭. কঠোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে ঐতরেয় উপনিষদের পরিচয় দাও)

কঠোপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ সংহিতার অন্তর্গত। এই উপনিষদ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আছে ৭১টি মন্ত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৬টি মন্ত্র আছে। প্রতিটি অধ্যায় আবার তিনটি করে বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম বল্লীতে নচিকেতার উপাখ্যান পাওয়া যায়, যেখানে নচিকেতা যমের কাছ থেকে আত্মতত্ত্বের শিক্ষা লাভ করেছেন। দ্বিতীয় বল্লী থেকে বিস্তৃতভাবে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই উপনিষদে বলা হয়েছে আত্মা কখনো জন্মগ্রহণ করে না, আত্মা কখনও মরে না। আত্মা হল নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা অবিনাশী- "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। তবে সেই আত্মতত্ত্বলাভের পথ খুব দুর্গম-

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তত্ কবয়ো বদন্তি"।

২৮. প্রশ্নোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে প্রশ্ন উপনিষদের পরিচয় দাও)

প্রশ্নোপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। এখানে 'প্রশ্ন' নামক ছয়টি অধ্যায়ে মোট ৬৭টি মন্ত্র আছে। এখানে পিপ্পলাদ নামে একজন ঋষি তার ছয় শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রাণতত্ত্ব ও প্রণবতত্ত্ব এই উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়াও এই উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২৯. মুণ্ডকোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে মূণ্ডক উপনিষদের পরিচয় দাও)

মুণ্ডকোপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। অজ্ঞান ও অবিদ্যা মুণ্ডন করে এই উপনিষদ সকলকে মুক্ত করে বলে এর নাম মুণ্ডকোপনিষদ। এই উপনিষদ তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত। প্রতিটি মুণ্ডকে দুটি করে খণ্ড আছে। মন্ত্রগুলির কিছু পদ্যে ও কিছু গদ্যে নিবদ্ধ। এখানে গুরু অঙ্গিরসের কাছে শিষ্য শৌনক জানতে চেয়েছেন - "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" অর্থাত্ হে ভগবন্ , কোন বস্তুকে জানলে সমস্ত কিছুকে জানা যায় ? এর উত্তরে মহর্ষি পরা ও অপরা বিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন। পরা বিদ্যা হল অক্ষর ব্রহ্মকে জানা, আর বাকি সব অপরা বিদ্যা। সেই পরমাত্মাকে শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা, মেধার দ্বারা, এমন কি বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। "আমিই পরমাত্মা" - এই উপলব্ধির দ্বারাই তিনি লভ্য।

৩০. মাণ্ডুক্যোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে মাণ্ডূক্য উপনিষদের পরিচয় দাও)

এই উপনিষদ সবচেয়ে ছোট। এই অথর্ববেদের অন্তর্গত। এই উপনিষদে বারোটি গদ্যাত্মক মন্ত্র আছে। আকৃতিতে ছোট হলেও ১০টি উপনিষদের মধ্যে এই উপনিষদে গভীর তত্ত্বের নির্দেশ আছে। এতে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটি অবস্থা ভিন্ন তুরীয় আত্মার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রণব বা ওঁকারের তিনটি মাত্রা - অ, উ এবং ম। ব্রহ্মেরও তিনটি পাদ – বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। যেমন অ, উ, এবং ম – এই তিনটি মাত্রা ওঁকারে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি - এই তিনটি অবস্থা তুরীয় আত্মাতে লীন হয়ে যায়। এই উপনিষদেই অথর্ববেদীয় মহাবাক্য - "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" উপলব্ধ হয়।

৩১. তৈত্তিরীয়োপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে তৈত্তিরীয় উপনিষদের পরিচয় দাও)

এই উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। এতে মোট তিনটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলি বল্লী নামে প্রসিদ্ধ – শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী এবং ভৃগুবল্লী । শিক্ষাবল্লীতে বর্ণ, উচ্চারণ ও ধ্বনি নিয়ে বর্ণনা আছে ।

ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মের স্বরূপ, তার সঙ্গে একাত্মতালাভ, প্রভৃতি অনেক বিষয় বলা হয়েছে। গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষে শিষ্যেরা যখন স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন আচার্য তাঁদের উদ্দেশ্যে সমাবর্তন উপদেশ দান করেন - "সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। ... মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব" প্রভৃতি। ভৃগুবল্লীতে ভৃগুর পিতা বরুণের ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, আনন্দ থেকেই জগতের উৎপত্তি, আনন্দেই তার স্থিতি এবং আনন্দেই তার লয়। এখানে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩২. ছান্দোগ্যোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে ছান্দোগ্য উপনিষদের পরিচয় দাও)

সামবেদীয় উপনিষদগুলির মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ অন্যতম। এই উপনিষদে মোট আটটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত। ওঁকারের উপাসনা দিয়ে এই উপনিষদ শুরু হয়েছে। এই উপনিষদে অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - প্রবাহন-জৈবলীর উপাখ্যান, সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান, শ্বেতকেতু-আরুণির উপাখ্যান প্রভৃতি। পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে সমস্ত কিছুর আধাররূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনা করার পর - "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" অর্থাত্ হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই আত্মা - এই উপদেশ করছেন।

৩৩. বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (সংক্ষেপে বৃহদারণ্যক উপনিষদের পরিচয় দাও)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। আয়তনে ও ভাবগাম্ভীর্যে অন্যান্য উপনিষদ অপেক্ষা এই উপনিষদ শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্ বলে এর নাম হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এই উপনিষদে মোট ছটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি ব্রাহ্মণে বিভক্ত। এই উপনিষদ আবার তিনটি কাণ্ডের সমষ্টি - মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড এবং খিলকাণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে মধুকাণ্ড গঠিত। এখানে শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে আত্মালাভের জন্য শ্রবণ -মনন-নিদিধ্যাসনের উপেদশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড। এখানে পক্ষ -প্রতিপক্ষ, আচার্য-শিষ্যের কথোপকথনের দ্বারা যুক্তির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে গঠিত খিলকাণ্ড। এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আছে অনেক নৈতিক উপদেশ।

Vedāṅgāni (বেদাঙ্গ)

৩৪. বেদাঙ্গানি কানি? (বেদাঙ্গগুলি কী কী)

বেদের অঙ্গ হল বেদাঙ্গ। বেদের যথার্থ অর্থ বা তাৎপর্য বোঝার জন্য কয়েকটি গ্রন্থ বেদের উপকারক হিসেবে রচিত হয়েছিল, সেগুলিই বেদাঙ্গ নামে পরিচিত। বেদাঙ্গ হল ছয়টি - শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্ত।

৩৫. বেদাঙ্গানি বেদপুরুষস্য কিং কিম্ অঙ্গরূপেণ কল্পিতানি? (বেদাঙ্গগুলি বেদপুরুষের কোন কোন অঙ্গরূপে কল্পিত হয়েছে?)

ছন্দ বেদপুরুষের পা -রূপে, হাতদুটি কল্পরূপে, জ্যোতিষ চক্ষুরূপে, নিরুক্ত শ্রোত্র বা কর্ণরূপে , শিক্ষা ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে, মুখরূপে ব্যাকরণ কল্পিত হয়েছে। তাই পাণিনীয়শিক্ষা গ্রন্থ বলা হয়েছে -

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎসাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।

৩৬. শিক্ষা-নামকস্য বেদাঙ্গস্য পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (শিক্ষা-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

শিক্ষা হল প্রথম বেদাঙ্গ। বৈদিক মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণের জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত ভেদে স্বরের উচ্চারণরীতি, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে স্বরের বৈচিত্র্য এবং অক্ষরের মাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক । যে শাস্ত্রে এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ আছে তার নাম শিক্ষা। সামবেদের নারদীয় শিক্ষা , শুক্লযজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, অথর্ববেদের মাণ্ডূক্যশিক্ষা, পাণিনি বিরচিত পাণিনীয় শিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগ্রন্থ।

৩৭. কল্প-নামকস্য বেদাঙ্গস্য পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (কল্প-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

যার দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে বলা হয় কল্প। আচার্য সায়ণ বলেছেন - "কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র"। কালক্রমে যজ্ঞের প্রণালী ও বেদের ব্রাহ্মণভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, তার সংক্ষিপ্তসার সংগৃহীত না হলে যজ্ঞের ব্যাপার দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সকল যজ্ঞপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে কল্পশাস্ত্রে। সুতরাং কল্পশাস্ত্র হল বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের ক্রমনির্দেশ। কল্পশাস্ত্রগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত - শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। কল্পশাস্ত্রের প্রণেতারূপে আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য।

৩৮. নিরুক্ত-নামকস্য বেদাঙ্গস্য পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (নিরুক্ত-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

বৈদিক মন্ত্রের বিভিন্ন পদের অর্থজ্ঞানের জন্য যে শাস্ত্র অপরিহার্য তার নাম নিরুক্ত । তাই নিরুক্ত এক হিসাবে বৈদিক শব্দাভিধান বা মন্ত্রভাষ্য। বৈদিক ঋষিরা কোন মন্ত্রে কি অর্থে কোন শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিরুক্ত গ্রন্থে। দুরূহ বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং তাদের প্রয়োগ নির্দেশই নিরুক্তের মূল বিষয়। প্রাচীন নিরুক্তকার হিসেবে শাকপুনি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি আচার্যের নাম পাওয়া যায়। তবে আচার্য যাস্ক প্রণীত নিরুক্তই বর্তমানে প্রামাণ্য নিরুক্তগ্রন্থ। যাস্ক-রচিত গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত – নৈঘণ্টুক কাণ্ড, নৈগম কাণ্ড এবং দৈবত কাণ্ড।

৩৯. ব্যাকরণ-নামকস্য বেদাঙ্গস্য পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (ব্যাকরণ-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

বেদ জানার জন্য ব্যাকরণ অপরিহার্য। ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বোঝাবার জন্য বররুচি একটি বার্তিকে বলেছেন- "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" অর্থাত্ রক্ষা , ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ – এই পাঁচটিই ব্যাকরণ অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। পতঞ্জলি সমস্ত বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন - "প্রধানং চ ষটস্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্"। অধুনা প্রাপ্ত ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীনতম বলে পরিচিত। কিন্তু

পাণিনির পূর্বেও বেদাঙ্গরূপে অন্যান্য ব্যাকরণ-গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল। গার্গ্য, আপিশলি, স্ফোটায়ন, শাকটায়ন প্রভৃতির নাম পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে পাওয়া যায়।

৪০. छन्दो-नामकस्य वेदाङ्गस्य परिचयः दीयताम्। (ছন্দো-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

বেদমন্ত্রের উচ্চারণশুদ্ধির জন্য ছন্দঃশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে। প্রধান বৈদিক ছন্দ সংখ্যায় সাতটি - গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। অক্ষরসংখ্যা অনুসারে এই ছন্দগুলির বিভাগ। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বেদের এই সাতটি ছন্দকে বেদরূপী পরম-পুরুষের সাতটি হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র বৈদিক ছন্দের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৪১. ज्योतिष-नामकस्य वेदाङ्गस्य परिचयः दीयताम्। (জ্যোতিষ-নামক বেদাঙ্গের পরিচয় দাও)

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এক একটি বৈদিক যজ্ঞ বিভিন্ন কালে অনুষ্ঠেয়। যেমন, দর্শযাগ কৃষ্ণপক্ষে, পৌর্ণমাস যজ্ঞ শুক্লপক্ষে, চাতুর্মাস্য যাগ ঋতুর অন্তে ইত্যাদি। সুতরাং রাশি, নক্ষত্র, তিথি, সম্বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন প্রভৃতির জ্ঞান না থাকলে শ্রৌত বা স্মার্ত কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে কাল, নক্ষত্র, রাশিচক্র প্রভৃতির জ্ঞান বিবৃত হয়েছে। কথিত আছে যে, স্বয়ং সূর্যদেব এই শাস্ত্রের প্রবর্তক। পরবর্তীকালে গর্গ্যাদি মুনি কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি বর্তমান ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তি।

A. ii) Classical-Ramayana, Mahabharata, Puranas, Asvaghosa, Bhasa, Kalidasa, Magha

১. মহাভারতস্য অপরং নাম কিম্? সংক্ষেপেণ অস্য মহাকাব্যস্য পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (মহাভারতের অপর নাম কি। সংক্ষেপে এই মহাকাব্যের পরিচয় দাও)

মহাভারতের অপর নাম জয় মহাকাব্য বা শতসাহস্রী সংহিতা, বা ভারত মহাকাব্য।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত রচনা করেন। এতে মোট ১৮টি পর্ব আছে। কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধকে উপজীব্য করে শান্তরসের প্রতিষ্ঠাই এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। এতে এক লক্ষ শ্লোক পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মহাভারত রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক অপূর্ব দার্শনিক গ্রন্থএই মহাকাব্যের ভীষ্মপর্বে পাওয়া যায়।

২. মহাভারতে কতি পর্বাণি সন্তি? তেষাং নামানি লিখত। (মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে ও কী কী)

মহাভারতে ১৮টী পর্ব আছে। ১) আদিপর্ব ২) সভাপর্ব ৩) বনপর্ব ৪) বিরাটপর্ব ৫) উদ্যোগ পর্ব ৬) ভীষ্মপর্ব ৭) দ্রোণপর্ব ৮) কর্ণ পর্ব ৯) শল্য পর্ব ১০) সৌপ্তিক পর্ব ১১) স্ত্রীপর্ব ১২) শান্তিপর্ব ১৩) অনুশাসন পর্ব ১৪) অশ্বমেধ পর্ব ১৫) আশ্রমিক পর্ব ১৬) মৌসল পর্ব ১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব ১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব

৩. হরিবংশপুরাণস্য সংক্ষেপেণ পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (হরিবংশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও)

হরিবংশ পুরাণ হল মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত অংশ বা খিল পর্ব নামে পরিচিত। হরিবংশে মূলতঃ হরি অর্থাত্ কৃষ্ণের বংশ অর্থাত্ যদুবংশের এবং কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রায় ১৮ হাজার শ্লোক আছে এবং তিনটি পর্ব আছে - ১) হরিবংশ পর্ব ২) বিষ্ণুপর্ব ৩) ভবিষ্যপর্ব। অনেকে এই পুরাণকে মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন বলে মনে করেন।

৪. পুরাণশব্দস্য অর্থঃ কঃ? কতি মহাপুরাণানি সন্তি? (পুরাণ শব্দের অর্থ কী। কতগুলি মহাপুরাণ আছে)

পুরাণ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ প্রাচীন। অর্থাত্ প্রাচীনকালে ঘটে যাওয়া গল্প উপাখ্যান প্রভৃতিকেই পুরাণ বলা হয়। পুরাণের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে - যেখানে ১) সর্গ বা সৃষ্টি ২) প্রতিসর্গ বা প্রলয় ৩) বংশ ৪) মন্বন্তর এবং ৫) বংশানুচরিত – এই পাঁচটি লক্ষণ থাকবে তাকেই পুরাণ বলা যাবে। শঙ্করাচার্যের মতে প্রাচীন হয়েও যা নবীন তাই পুরাণ (পুরা অপি নবম্)।

৫. সংস্কৃতসাহিত্যে ইতিহাসকাব্যদ্বয়ং কিম্? (সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস কাব্যদুটি কী)

সংস্কৃতসাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস কাব্য বলা হয় । ভারতীয় পরম্পরায় এই দুটি মহাকাব্যকে কেবলমাত্র গল্প বা মনগড়া কাহিনী বলে স্বীকার করা হয় না , বরং ইতিহাস বলে স্বীকার করা হয়। ইতিহাস শব্দের অর্থ "ইতি হ আস" – অর্থাত্ এটি ছিল বা ঘটেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী পূর্বে

ঘটেছিল এবং বাল্মীকি ও বেদব্যাস সেই সত্য কাহিনীকে অবলম্বন করেই দুটি মহাকাব্য লিখেছেন। তাই এই দুটি ইতিহাস কাব্য বলে প্রসিদ্ধ।

৬. পুরাণস্য রচযিতা কঃ? পুরাণস্য কালঃ কঃ? (পুরাণের রচয়িতা কে। পুরাণের সময়কাল কত)

মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মা সমস্ত পুরাণের রচয়িতা। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই পুরাণ সমূহের রচয়িতা।

পুরাণসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দি থেকে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে পুরাণসমূহ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

৩. কতি মহাপুরাণানি সন্তি? তেষাং নামানি লিখ্যন্তাম্। (কতগুলি মহাপূরাণ আছে। তাদের নাম লেখ)

মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮টি। ১) ব্রহ্মপুরাণ ২) পদ্মপুরাণ ৩) বিষ্ণুপুরাণ ৪) শৈব পুরাণ ৫) ভাগবত পুরাণ ৬) নারদ পুরাণ ৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮) অগ্নিপুরাণ ৯) ভবিষ্যপুরাণ ১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১১) লিঙ্গপুরাণ ১২) বরাহপুরাণ ১৩) স্কন্দ পুরাণ ১৪) বামন পুরাণ ১৫) কূর্ম পুরাণ ১৬) মৎস্যপুরাণ ১৭) গরুড় পুরাণ ১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

৮. বুদ্ধচরিতম্ ইতি মহাকাব্যং কেন লিখিতম্? মহাকাব্যস্যাস্য সমাসেন পরিচযঃ দীযতাম্। (বুদ্ধচরিত মহাকাব্য কে রচনা করেন। সংক্ষেপে এই মহাকাব্যের পরিচয় দাও)

বুদ্ধরচিত মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষ।

বুদ্ধরচিতে ১৭টি সর্গ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে শুরু করে নির্বাণলাভ পর্যন্ত ঘটনাবহুল ও মহত্বমণ্ডিত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

৯. মহাকবেঃ অশ্বঘোষস্য কৃতীনাং নামানি লিখ্যন্তাম্। (মহাকবি অশ্বঘোষের কবিকৃতি সম্পর্কে পরিচয় দাও)

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষ একটি উল্লেখযোগ্য নাম । তাঁর রচিত বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ- এই দুটি মহাকাব্য, শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটক, মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র, বজ্রসূচী, সূত্রালঙ্কার, গণ্ডীস্তোত্রগাথা ও ত্রিদণ্ডমালা নামক ক্ষুদ্রাকার রচনাগুলি প্রসিদ্ধ।

১০. ভাসস্য কতি নাটকানি প্রসিদ্ধানি? তেষাং নামানি লিখত। (মহাকবি ভাস কতগুলি নাটক লিখেছেন। সেগুলি কী কী)

মোট ১৩ টি নাটক ভাস বিরচিত বলে প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে রামায়ণাশ্রিত নাটক – প্রতিমা ও অভিষেক।

মহাভারতাশ্রিত নাটক – কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, বালচরিত।

উদয়নবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক – স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, মধ্যমব্যায়োগ।

লোকবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক – অবিমারক ও চারুদত্ত।

১১. কালিদাসস্য কৃতীনাং নামানি লিখত। (কালিদাসের কবিকৃতির পরিচয় দাও)

মহাকবি কালিদাসের দুটি মহাকাব্য – রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব , তিনটি নাটক – অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র, একটি খণ্ডকাব্য মেঘদূত এবং ছয় ঋতুকে আশ্রয় করে ঋতুসংহার।

১২. কালিদাসঃ কস্যাঃ ঋতেঃ কবিঃ ? কস্মিন্ অলংকারে স প্রসিদ্ধঃ ? উদাহরণং দীয়তাম্। (কালিদাস কোন রীতির কবি। কোন অলঙ্কারে তিনি প্রসিদ্ধ। উদাহরণ দাও)

কালিদাস বৈদর্ভী রীতির কবি। তিনি উপমা অলংকারে প্রসিদ্ধ। তাই বলা হয় - "উপমা কালিদাসস্য"। উদাহরণ- রঘুবংশের শুরুতেই "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে শব্দের সঙ্গে অর্থের যেমন নিত্যসম্বন্ধ সেইরকমই অভেদ সম্বন্ধযুক্ত পার্বতী ও পরমেশ্বেরকে বন্দনা করি। এখানে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যাই।

১৩. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ইতি নাটকং কেন বিরচিতম্। নাটকস্য সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকটি কে লিখেছেন। নাটকটির সংক্ষেপে পরিচয় দাও)

কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা সপ্তাঙ্ক নাটকটির মূল বিষয় - কণ্বের আশ্রমপালিতা কন্যা শকুন্তলা ও পুরুবংশের রাজা দুষ্যন্তের প্রেম, বিরহ ও মিলন। রাজা দুষ্যন্ত শিকারে গিয়ে কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার প্রেমে পড়েন এবং গান্ধর্বমতে তাকে বিয়ে করে রাজপুরীতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। পতিচিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলা অতিথি সৎকারে অবহেলার কারণে দূর্বাসার অভিশাপ পান, ফলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের কাছে গেলেও রাজা তাকে চিনতে পারলেন না। অপমানিতা শকুন্তলা মহর্ষি মারীচের আশ্রে গিয়ে ভরত নামক এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীকালে শকুন্তলাকে প্রদত্ত আংটি দেখে রাজা পূর্বস্মৃতি ফিরে পান এবং মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত -শকুন্তলার মিলন ঘটে।

১৪. সংক্ষেপেণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ পরিচয়ঃ প্রদীয়তাম্। (সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরিচয় দাও)

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮টি অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ শ্লোক আছে । এখানে যুদ্ধবিমুখ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ , কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি তত্ত্ব উপদেশ করেছেন। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন - কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। সুতরাং ফলের আশা ত্যাগ করে কর্তব্যবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কর্ম করে যেতে হবে। নিজের কর্তব্যকর্ম করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও উপস্থিত হয় তাও অন্যের কর্তব্যকর্ম করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। সুতারং ক্ষত্রিয় অর্জুনের যুদ্ধ করাই উচিত।

১৬. মহাকবিনা মাঘেন কিং কাব্যং বিরচিতম্ ? তস্য সমাসেন পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (মহাকবি মাঘ বিরচিত কাব্যের নাম কি, সংক্ষেপে সেই কাব্যের পরিচয় দাও)

মহাকবি মাঘ বিরচিত মহাকাব্য হল শিশুপালবধম্। এই মহাকাব্যে কুড়িটি সর্গ আছে। মহাভারতের সভাপর্ব এই মহাকাব্যের আখ্যান গৃহীত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মহাকাব্যের নায়ক এবং চেদিরাজ শিশুপাল প্রতিনায়ক। রুক্মিণীকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণ ও শিশুপালের মধ্যে বিরোধ। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের অর্ঘ্যদান করার প্রস্তাবে চেদিরাজ শিশুপাল ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিন্দায় মুখর হন। এইভাব শিশুপালবধ একশত পাপ অতিক্রম করলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালকে বধ করেন।

১৭. রামায়ণ-মহাভারতয়োঃ পৌর্বাপর্যবিষয়ে আলোচ্যতাম্। (রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য আলোচনা কর)

রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন রচনাটি আগে কোনটিই বা পরে - এই নিয়ে উভয় পক্ষেই যুক্তি বর্তমান। তবে রামায়ণের প্রাচীনত্বই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তার দু-একটি কারণ হল -

১) বাল্মীকি আদিকবিরূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁর রচিত রামায়ণই যে আদিকাব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২) মহাভারতে একাধিক বার বাল্মীকির নাম এবং রামায়ণের অনেক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে । কিন্তু রামায়ণে বেদব্যাসের নাম বা মহাভারতের কোন ঘটনা উল্লিখিত হয়নি।

৩) রামায়ণে আর্যরাজাদের সঙ্গে অনার্য রাজাদের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে , কিন্তু মহাভারতে উল্লিখিত প্রায় সমস্ত রাজাই আর্য।

৪) রামায়ণের যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । তাছাড়া সেযুগে সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্য ছিল অরণ্য-পরিবৃত ও অনার্য রাক্ষস-অধ্যুষিত। পক্ষান্তরে মহাভারতের যুগে জরাসন্ধাদি সুবিশাল ও সুসহংত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮. রামায়ণে কতি কাণ্ডানি সন্তি? তস্য প্রক্ষিপ্তকাণ্ডদ্বয়ং কিম্? (রামায়ণে কতগুলি কাণ্ড আছে, তার মধ্যে প্রক্ষিপ্তকাণ্ডদুটি কী কী)

রামায়ণ সাতটি কাণ্ড আছে - বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। এর মধ্যে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকে মনে করেন।

১৯. রামায়ণস্য প্রক্ষিপ্তকাণ্ডদ্বয়ং কিম্? এতয়োঃ প্রক্ষিপ্তত্বে যুক্তিদ্বয়ং প্রদর্শ্যতাম্। (রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত কাণ্ডদুটি কি, কেন তাদের প্রক্ষিপ্ত বলা হয় তার সপক্ষে দুটি যুক্তি দাও)

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকে মনে করেন । তার সপক্ষে দুটি যুক্তি হল – ১) প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের রচনাশৈলী দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ডের রচনাশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । তাছাড়া প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের ভাব-ভাষা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের।

২) প্রথম কাণ্ডে যে সকল কথা বলা হয়েছে , দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ডের মধ্যে কোথাও তার উল্লেখ বা সমর্থন নেই। প্রথম কাণ্ডের কতকগুলি উক্তি আবার পরবর্তী কাণ্ডগুলির উক্তির সঙ্গে পরস্পরবিরোধী।

৩) বালিদ্বীপে প্রাপ্ত রামায়ণে সপ্তম কাণ্ড অর্থাত্ উত্তরকাণ্ড অনুপস্থিত।

৪) দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্র অমিত পরাক্রমশালী পুরুষরূপে চিত্রিত হলেও তাঁর উপর কোথাও দেবত্বের আরোপ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে তিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে চিত্রিত হয়েছেন।

২০. কতি উপপুরাণানি সন্তি? তেষাং নামানি লিখত। (কতগুলি উপপুরাণ আছে, তাদের নাম লেখ)

উপপুরাণের সংখ্যা ১৮ টি। সেগুলি হল -

১) সনৎকুমার ২) নরসিংহ বা নৃসিংহ ৩) বায়ু ৪) শিবধর্ম ৫) আশ্চর্য ৬) নারদ
৭) নন্দিকেশ্বর ৮) উশনস্ ৯) কপিল ১০) বরুণ ১১) শাম্ব ১২) কালিকা ১৩) মহেশ্বর
১৪) কল্কি ১৫) দেবী ১৬) পরাশর ১৭) মরীচি ১৮) সূর্য বা ভাস্কর

A. iii) Scientific & Technical- Ayurveda, Jyotisasastra, Mathematics, Vyakarana

1. আয়ুর্বেদশাস্ত্রাণাং পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলির পরিচয় দাও।)

যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র হল - ১) শল্য, ২) শালাক্য, ৩) কায়চিকিৎসা, ৪) ভূতবিদ্যা, ৫) কৌমার ভৃত্য, ৬) অগদ, ৭) রসায়ন এবং ৮) বাজীকরণ। এক একটি অঙ্গ এতই বিশাল যে প্রতিটি অঙ্গকে নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। মহর্ষি চরক প্রণীত 'চরকসংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুতসংহিতা', ভেল প্রণীত 'ভেলসংহিতা', বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ', 'অষ্টাঙ্গহৃদয়', ও 'রসরত্নসমুচ্চয়', চক্রপাণি দত্তের 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' প্রভৃতি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

2. জ্যোতিষশাস্ত্রং নাম কিম্? (জ্যোতিষশাস্ত্র বলতে কী বোঝ)

জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । অখণ্ড কালপ্রবাহে ভূত , ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে জানা এবং সাধারণভাবে অজ্ঞেয় অদৃষ্টকে কর্ম ও পুরুষকারের দ্বারা খণ্ডন করা জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র তিনটি ধারায় বিভক্ত - ১) সিদ্ধান্তজ্যোতিষ ২) ফলিতজ্যোতিষ এবং ৩) জ্যোতিষসংহিতা। সিদ্ধান্তজ্যোতিষে আলোচিত হয়েছে সঞ্চরণশীল গ্রহসমূহের স্থান নির্ণয়, তাদের কক্ষ ও গতিবেগের পরিমাণ নির্ণয় এবং তদ্বিষয়ক গাণিতিক সূত্রাবলী। ফলিতজ্যোতিষের প্রতিপাদ্য হল লগ্ন গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী মানুষের ভাগ্যফল গণনা। জ্যোতিষসংহিতায় আছে - ভূকম্পন, মহামারী, ঝড়বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের যোগসূত্র ও তার শুভাশুভ ফলের বিচার।

3. জ্যোতির্বিজ্ঞানং নাম কিম্? (জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে কী বোঝ)

জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে সিদ্ধান্তজ্যোতিষ বা গণিত জ্যোতিষকে বোঝায়। জ্যোতিষ্ক পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান, তাদের গতি ও কার্যবিধি এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় । বর্ষবিভাগ, মাস-দিন প্রভৃতি নির্ণয়, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, গ্রহদের প্রদক্ষিণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্যোতিষ্কস্বরূপ আর্যভট্ট প্রণীত 'আর্যমহাসিদ্ধান্ত' ও 'আর্যভট্টতন্ত্র', বরাহমিহিরের ১. পৈতামহসিদ্ধান্ত, ২. বাসিষ্ঠসিদ্ধান্ত, ৩. সৌরসিদ্ধান্ত বা সূর্যসিদ্ধান্ত, ৪. রোমকসিদ্ধান্ত এবং ৫. পৌলিশসিদ্ধান্ত অর্থাত্ একত্রে 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' এবং 'বৃহৎসংহিতা', ভাস্করাচার্যের 'মহাভাস্করীয়', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি হল উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তজ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ।

4. জ্যোতিষশাস্ত্রাণাং পরিচয়ঃ দীয়তাম্। (জ্যোতিষশাস্ত্রগুলির পরিচয় দাও)

মহর্ষি পরাশর রচিত 'বৃহৎপারাশরীহোরা' এবং 'লঘুপারাশরীহোরা', গর্গরচিত 'গার্গীসংহিতা', জৈমিনি প্রণীত 'জৈমিনীয়সূত্র', আর্যভট্ট প্রণীত 'আর্যমহাসিদ্ধান্ত' ও 'আর্যভট্টতন্ত্র', বরাহমিহির রচিত 'বৃহজ্জাতক', 'লঘুজাতক' 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বৃহৎসংহিতা', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', ভোজরাজের 'রাজমার্তণ্ড' বল্লাল সেনের 'অদ্ভুদসাগর' প্রভৃতি হল জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

5. भारतीय-गणितशास्त्राणां परिचयः दीयताम्। (ভারতীয় গণিতশাস্ত্রগুলির পরিচয় দাও)

ভারতীয় গণিতশাস্ত্র পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। পাটিগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি কুড়িটি পরিকর্ম এবং মিশ্রক, শ্রেঢ়ী প্রভৃতি আটটি ব্যবহারের আলোচনা আছে। বীজগণিতে সরল সমীকরণ, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক এককের সঙ্গে যোগ -বিয়োগ-গুণ-ভাগ, দ্বিঘাত সমীকরণ, ত্রিঘাত ও উচ্চঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ আলোচিত হয়েছে। জ্যামিতিতে ত্রিভুজ, চতুর্ভূত, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, কোণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা আছে।

আর্যভট্টের 'আর্যভট্টীয়' গ্রন্থের গণিতাধ্যায়, প্রথম ভাস্করাচার্যের 'লঘুভাস্করীয়', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', মহাবীরের 'গণিতসারসংগ্রহ', শ্রীধরাচার্যের 'ত্রিশতিকা', লল্লাচার্যের 'পাটিগণিতম্', দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', 'লীলাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

6. पाणिनेः व्याकरणसम्प्रदायविषये परिचयः दीयताम्। (পাণিনির ব্যাকরণসম্প্রদায়ের পরিচয় দাও)

পাণিনি, পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন এই তিনজন মুনির ব্যাকরণ ত্রিমুনি ব্যাকরণ নামে পরিচিত। এর মধ্যে পাণিনি হলেন সূত্রকার, পতঞ্জলি ভাষ্যকার ও কাত্যয়ন হলেন বার্তিককার। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক সূত্রগ্রন্থে আটটি অধ্যায় ও ৩৯৯৬ টি সূত্র আছে। প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। পাণিনি মহেশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাহেশ্বর সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর বামন ও জয়াদিত্য যে টীকা রচনা করেন তার নাম কাশিকা। পরবর্তিকালে এই ত্রিমুনিব্যাকরণকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

7. पाणिनिं विहाय केषाञ्चन वैयाकरणानां नामानि लिखत। (পাণিনি ছাড়া কয়েকজন বৈয়াকরণদের নাম লেখ)

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে পাণিনির প্রভাব-প্রতিপত্তি এইটাই বেশি যে দীর্ঘ দু -হাজার বছর ধরে অন্যান্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই তেমনভাবে লক্ষ্য করা যাই না। তবে কিছু কিছু অপাণিনীয় সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে চন্দ্রগোমিন্-কৃত চান্দ্রব্যাকরণ, জিনেন্দ্র প্রবর্তিত জিনেন্দ্র সম্প্রদায়, শাকটায়ন সম্প্রদায়, শরবর্মা প্রবর্তিত কাতন্ত্র সম্প্রদায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জিনেন্দ্র বিরচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ হল 'ধাতুপ্রদীপ', শাকটায়নের গ্রন্থের নাম 'শব্দানুশাসন', ক্রমদীশ্বর প্রণীত গ্রন্থ 'সংক্ষিপ্তসার', বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', রূপগোস্বামীর 'লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ' প্রভৃতি হল অপাণিনীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ।